রূপকথার

গোঁজামিল

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুধীরবন্ধু

সুরশিল্পী : খগেন দাশগুপ্ত

বিভিন্ন চরিত্রে : নবদ্বীপ হালদার, মনোরমা, অরুণা ঘোষ,
রমা ব্যানার্জ্জি, নীতেশকুমার, পশুপতি কুণ্ডু, জীবন মুখো
ও মাষ্টার রবীন ব্যানার্জ্জি

গোঁজামিল

(কাহিনী)

পৃথিবী ছেয়ে গেছে নরঘাতক্ নিষ্ঠুরতায়! বিধাতার উর্দ্ধলোক ছেয়ে গেছে অসহায় মানবের আর্ত্তকণ্ঠে! নীরন্ধ্র অন্ধকারে মানুষ তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—বেঁচে থাকবার পথ! কিন্তু পথ কোথায়? ধরিত্রীর নিজেরই যেন নাভিশ্বাস উঠেছে; তবু মানুষ বলে,—বাঁচবো, পথ খুঁজে বের করবো! নগরের উপর যন্ত্রদানবের মহাতাণ্ডব! চলে যাবো গ্রামে। গ্রামে নেই অন্ন। মহামারীর ক্রুদ্ধ শাসন! চলে যাবো বনে। তবু বাঁচতে হবে।

তবু বাঁচতে হবে বলেই সস্ত্রীক মাণিকলাল ভবিষ্যৎ বংশধর প্যানিক ও নফর ভবলদাসকে সঙ্গে নিয়ে বনেই চললো। মাণিকলালকে চেনেন না? হাতীবাগানের পাশেই বোধকরি তার বাড়ী ছিল। সেবার ধ্বংসের দেবতা দয়া ক'রে যেটুকু করুণা বিতরণ ক'রে গেলেন—তারই ধাক্কা গিয়ে বুঝি লাগলো বেচারী মাণিকের দুর্ব্বল মস্তিষ্কে! সে আলোড়ন বেচারী আর সইতে পারলে না। মহানগর ত্যাগ ক'রে চলে যাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে! স্ত্রীকে বললে, সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে সে যাবে। জেগে থাক্‌লে উড়ন্ত চিল দেখলেই তার ভয় হয়—এই বুঝি বোমারু-জাহাজ! ছোট ছেলের বাঁশীর শব্দ শুনলেই মনে হয়—এই বুঝি 'সাইরেন'! আবার ঘুমিয়ে থাকলেও নিস্তার নেই। নিশির ডাকে প্রলয়ের বাদ্য বেজে ওঠে।

তবু ত' ঘুম ; জেগে থাকবার চেয়ে ভাল। তাই সে ঘুমুলো। বড়া। মজার ঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে। দেখছে—সে স্বর্গে চলেছে ধ্বনিতে স্বর্গে গিয়ে ঘুম ভাঙলো তার সুরেন্দ্রবন্দিতা জনমনলোভা উর্ব্বশীর নূপুরের ধ্বনিতে। নন্দনকাননে হলো সুন্দরী উর্ব্বশীর সঙ্গে তার মিতালী। ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশী তাকে নিয়ে চললো। স্বর্গের দেবতা ১৯১৪ শালের যুদ্ধে মাণিকলালের বীরত্বের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে সেনাপতির পদে বরণ করলে। মাণিকলাল হ'লো স্বর্গের সেনাপতি। নাম হ'লো তার সেনাপতি ধুরন্ধর। তার পর কী হ'লো... সে সব কথা আর খুলে নাই বা বললাম। যা হলো তা বরং ওই ছোট্ট হাসির ছবিখানিতে দেখুন। হাসিই তো বিপদের দিনে আমাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র সম্পদ। আর এই হাসির অন্তরালে অপরিহার্য্য যে রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে সুস্পষ্ট হয়ে, চক্ষুষ্মান্ দর্শকের চিত্তকে তার সন্ধান কি দেবে না ?.....

গান

(১)

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠ্‌ল ভেরী,
কে হুকারে—"জাগো সবাই,
আর কোরো না দেরী।"
বক্ষ-পরে দু'হাত চেপে
আমরা শুয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—
"রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরী॥"

(রবীন্দ্রনাথ)

(২)

মন চায় বাহুডোরে বাঁধিতে
যৌবন গানে গানে সাধিতে
প্রিয়তম এসো গো।
মোরে ভালবেসো গো
না হলে জীবন যাবে কাঁদিতে॥
যৌবনে পাখী গায় কলগান
মন বনে তারি ঢেউ অফুরাণ
তব প্রেম লাগিয়া
রহি রাতি জাগিয়া
চাঁদ হয়ে এসো আলো দানিতে॥

(রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী)